পাঠ-১০.৭ ধর্ম
Religion

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ধর্মের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ধর্ম, বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃত শক্তি ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

সামাজিক ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ধর্ম। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের প্রাথমিক স্তরেই মানুষ ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। সভ্যতার বিকাশ কিংবা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক মূল্যবান উপাদান হিসেবে ধর্ম হাজার বছর টিকে আছে। বস্তুত মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরশীলতার এক চিরন্তন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ধর্ম। সে কারণেই সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হিসেবে বিবেচিত।

ধর্মের সংজ্ঞা (Definition of religion)

ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ Religion এসেছে Religere শব্দমূল থেকে যার অর্থ বন্ধন বা সংহতি। অন্যদিকে ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ধর্ম হচ্ছে এমন একটি প্রত্যয় যা কোনো বিশেষ সত্তায় বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে কিছু মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে। E.B Tylor তাঁর *Primitive Culture* গ্রন্থে বলেছেন, ধর্ম হচ্ছে অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করা (Religion is belief on super natural being)

The Elementary Forms of Religious Life গ্রন্থে Emile Durkheim বলেছেন, ধর্ম হচ্ছে পবিত্র বস্তুর প্রতি বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতার সমন্বিত ব্যবস্থা। উল্লিখিত পবিত্র বস্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং নিষিদ্ধ হিসেবেও বিবেচিত। বিশ্বাস ধর্মীয় আচরণ একটি নীতি সম্প্রদায়ের চার্চের ন্যায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত যা তাদেরকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে। (Religion is a unified system of beliefs and practice relative to sacred things that is things set a part and forbidden Beliefs and practices a church all those who adhere to them.)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ক) অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর বিশ্বাস (Belief), খ) বিশ্বাসের ভিত্তিতে কিছু কাজ বা আচরণ (Practice) এবং গ) কিছু আনুষ্ঠানিকতা (Ritual)। অর্থাৎ মানুষ প্রথমে বিশেষ কোনো শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। এ শক্তির সন্তুষ্টির জন্য পূজা, প্রার্থনা, বলিদান, উপবাস, পুণ্যস্নান দর্শন ইত্যাদি চর্চা করে। বিশ্বাস ও কাজের সমন্বয়ে তৈরি হয় কিছু আনুষ্ঠানিকতা। যেমন প্রার্থনার জন্য পবিত্রতা অর্জন, পোশাক-পরিচ্ছদের শালিনতা, নিয়ম-কানুন মেনে চলা ইত্যাদি।

সুতরাং ধর্ম হচ্ছে একটি চেতনাবোধ যা অতিমানবীয় কোনো শক্তির উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। ধর্মীয় চেতনাবোধ একই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে গভীর ঐক্য তৈরি করে।

সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা (Role of religion in society)

সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম। মনীষীদের মতে সমাজের গর্ভ থেকে যেমন ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি সমাজ বিকাশে ধর্মের প্রভাব অনেকখানি। নিম্নে সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

০১) সামাজিক সংহতি সৃষ্টি করে: সামাজিক সংহতি সৃষ্টিতে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একই ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে সংহতি বোধ করে। অভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করে।

০২) সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করে: ধর্মে ঐক্য বা সংহতি শক্তির (Unified force) পাশাপাশি বিভাজন শক্তিও (Devicive force) বিদ্যমান। বিভাজন শক্তির ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারে। এক ধর্মের অনুসারীদের সাথে

অন্য ধর্মের অনুসারীদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দাঙ্গা-কলহ লেগে যেতে পারে।

০৩) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ বাহন হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম দু'ভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমত ধর্মীয় শিক্ষা তথা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান করে। দ্বিতীয়ত ধর্ম পরকালে শাস্তির ভয় দেখায়। মৃত্যুর পর দোজখে শাস্তির ভয় এবং বেহেস্তে অপার সুখ-শান্তি মানুষকে সৎ পথে জীবন-যাপনে উৎসাহিত করে।

০৪) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: ধর্ম আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। Max Weber এর মতে, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উদারনীতি ইউরোপে পুঁজিবাদ বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। আবার সনাতন এবং ইসলাম ধর্ম ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনকে তুচ্ছ বলে ধারণা দেয়। ফলে এখানে অর্থনৈতিক উন্নতি ও পুঁজিবাদের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি।

০৫) বিবাহ এবং যৌন সম্পর্ক: বিবাহ এবং যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। বিবাহের নানা রীতিনীতি, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, অনুষ্ঠানিকতা, স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা ইত্যাদি ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আদি হতে আজ পর্যন্ত প্রতিটি সমাজে যৌন সম্পর্কের উপর ধর্মের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। 'অজাচার' প্রথা মোতাবেক কার কার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না তা ধর্ম দ্বারাই নির্ধারিত।

০৬) পরিবার ও দৈনন্দিন জীবন: অনেকে বলেন, ধর্ম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পরিবার এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সবকিছু ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত, নির্দেশিত। ধর্মভীরু মানুষ তাদের জন্ম, মৃত্যু, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, আনন্দ-উৎসব সবকিছু ধর্মীয় নির্দেশনানুযায়ী সম্পন্ন করতে চেষ্টা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা চিহ্নিত করুন।	সময় : ৫ মিনিট

সারসংক্ষেপ

ধর্ম হচ্ছে বিশেষ অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করা। মূলত সৃষ্টিকর্তা ও ব্যক্তির মধ্যে ধ্যান বা আরাধনার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস, প্রতীকী কর্মকাণ্ড এবং উপাসনা করার একটি ব্যবস্থা যা জ্ঞান অপেক্ষা বিশ্বাস দ্বারা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত। সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম। সমাজের গর্ভ থেকে যেমন ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি সমাজ বিকাশের ধর্মের প্রভাব অনেকখানি। সামাজিক সংহতি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, বিবাহ ও যৌন সম্পর্ক নির্ধারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Religion শব্দের অর্থ কী?

ধর্মের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও তত্ত্ব
Definition, Origin and Theories of Religion

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *ধর্মের ধারণা*
- *ধর্মের সংজ্ঞা*
- *ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্ব: সর্বপ্রাণবাদ, প্রাক-সর্বপ্রাণবাদ, ক্রিয়াবাদ ও মার্কসীয় তত্ত্ব*

ভূমিকা

সমাজবিজ্ঞান ধর্মের তুলনামূলক এবং মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। ধর্ম সত্য না মিথ্যা এই বিবেচনায় সমাজবিজ্ঞান প্রবেশ করেনা। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ জরুরী। নৃবিজ্ঞানীদের মতে ধর্মের সূচনা এবং বিকাশ কম-বেশি এক লক্ষ বছর আগে। এখনও ধর্ম আমাদের জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।তবে আধুনিক যুগে ধর্ম ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছিন্নতা ভেঙে পড়ছে এবং বেড়েছে সহনশীলতা। ধর্ম স্থান করে নিয়েছে ব্যক্তির জীবনে এবং মননে।

ধর্মের সংজ্ঞা

সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানে ধর্মের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা চলছে দীর্ঘকাল থেকে। তা এখনও সফল হয়নি। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ Emile Durkheim - এর প্রদত্ত সংজ্ঞা তাই এখনও প্রচলিত।

"ধর্ম হচ্ছে পবিত্র বস্তুর সাথে যুক্ত বিশ্বাস এবং অনুশীলনের সামগ্রিক ব্যবস্থা যা বিশ্বাসীদের নিয়ে একটি নৈতিক সম্প্রদায় সৃষ্টি করে।"

"A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things... beliefs and practices which unite into a single moral community .... all those who adhere to them."

এই সংজ্ঞায় পবিত্র বস্তুকে গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে বৌদ্ধ বা কনফুসিয়ান ধর্মের মত কোন কোন ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা নেই। দুরক্যাঁ তাঁর ধর্ম চিন্তায় পবিত্র Sacred এবং সাধারণ বা লোকজ Profane বস্তুর মধ্যে বিভাজন টেনেছেন। জীবনে যা কিছু গোষ্ঠীগতভাবে পবিত্র তাই ধর্ম। সংজ্ঞাটি বেশ ব্যাপক। পবিত্র শব্দটির সাথে অতিপ্রাকৃত যোগ করলে সংজ্ঞাটি আরো স্পষ্ট হবে।

ধর্মের উৎপত্তি

ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে সাধারণত: চর্চা করে থাকে সাংস্কৃতিক বা সামাজিক নৃবিজ্ঞান। সাংস্কৃতিক বা সামাজিক নৃবিজ্ঞানে ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে কয়েকটি তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে।

সর্বপ্রাণবাদ Animism

সর্বপ্রাণবাদের প্রবক্তা হচ্ছেন বৃটিশ নৃবিজ্ঞানের জনক ই.বি. টাইলর (১৮৩২-১৯১৭)। টাইলরের মতে ধর্মের উৎপত্তি হচ্ছে স্বপ্নের অভিজ্ঞতা এবং মৃত্যুর চেতনা থেকে। স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ উপনীত হয় আত্মা বা প্রেতাত্মার ধারণায়। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে মানুষ বিচরণ করে নানা কাল্পনিক এবং অলীক অবস্থায় যা আদিম মানুষের কাছে সত্য বলে মনে হয়। তাই তারা অন্য প্রাণী এবং এমনকি জড় বস্তুর উপর আরোপ করে প্রেতাত্মার ধারণা। মৃত্যুর পরে আত্মা প্রেতাত্মা বা মুক্ত আত্মায় রূপান্তরিত হয় এবং তারা কখনও অগোচরে মানুষের কাছে অথবা ভিন্ন কোন জগতে বাস করে। বিবর্তনবাদী টাইলর মনে করতেন সর্বপ্রাণবাদ থেকে বিবর্তনের ক্রমধারায় বিকাশ লাভ করেছে প্রকৃতি-পূজা এবং একেশ্বরবাদ। টাইলরের তত্ত্বের পেছনে কোন প্রমাণ নেই। তবে নৃবিজ্ঞানী রবার্ট লোঈর Robert Lowie মতে নৃবিজ্ঞানে ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে এর চাইতে পরিমার্জিত কোন তত্ত্ব নেই।

প্রাক্-সর্বপ্রাণবাদ Animatism

প্রাক্-সর্বপ্রাণবাদের তত্ত্ব প্রদান করেন বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী R.R. Marett (1866-1943)। নৃবিজ্ঞানী ম্যারেট মেলিনেশিয়ার ধর্ম বিশ্লেষণ করে দেখলেন আদিম মানুষ আত্মার বাইরেও কোন বিশেষ শক্তির ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। মেলিনেশীয় ভাষায় এর নাম মানা Mana। এটি এমন একটি শক্তি যা মাথায় অবস্থিত বলে বিশ্বাস করা হয় এবং উঁচু সামাজিক এবং আচরণগত মর্যাদার সাথে যুক্ত। আচারের মাধ্যমে এই শক্তিকে অন্যের কাছে প্রদান করা যায়। ফলে ম্যারেট যুক্তি প্রদান করলেন আদিম মানুষ প্রথমে এই মানার ধারণায় উপনীত হয়েছিল। আত্মা বা প্রেতাত্মার ধারণা নয়, মানার ধারণা থেকেই ধর্মের সত্যিকার উৎপত্তি।

বাস্তবতার ধারণা আমরা চারভাগে লাভ করে থাকি– বিশ্বাস, সাধারণ জ্ঞান বা উপলব্ধি, যুক্তি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতের উপাত্ত। বিজ্ঞান বিশ্বাস বা সাধারণ জ্ঞান থেকে ভিন্ন। ইংরেজি Science শব্দটি এসেছে লাতিন মূল Scire থেকে যার অর্থ জানা। লাসট্রেসির মতে বিজ্ঞান হচ্ছে "----- প্রপঞ্চ বিশ্লেষণের একটি বিষয়মুখী, যুক্তিভিত্তিক এবং নিয়মাবদ্ধ পদ্ধতি যা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান সঞ্চয় করার সুযোগ তৈরি করে দেয়।" বিজ্ঞান মনে করে মানব মনের বাইরে একটি জগৎ রয়েছে যার সম্পর্কে সংশয়বিহীন জ্ঞান অর্জন সম্ভব। এর জন্য বিজ্ঞানকে কিছু শর্ত মেনে নিতে হয়।

- বিজ্ঞান তার গবেষণা এবং চর্চার বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নেয় এমন সব বিষয় যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।
- বিজ্ঞানকে হতে হয় বিষয়মুখী। ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাস, ধ্যান-ধারনা, মতামত যেন উপাত্ত সংগ্রহ বা বিশ্লেষণে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে। যে কোন ব্যক্তি যেন একই পদ্ধতি ব্যবহার করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে।
- বিজ্ঞানের সমস্ত ভাবনা এবং তত্ত্ব যুক্তিনির্ভর। এখানে আবেগের কোন স্থান নেই, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহার নেই এবং নান্দনিকতার কোন প্রসঙ্গ নেই।
- বিজ্ঞান তত্ত্বকে এমনভাবে প্রকাশ বা উপস্থাপন করে তা যেন মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায়। বিজ্ঞান সবসময় সংশয়কে উৎসাহিত করে। বিজ্ঞানে তাই ক্রমাগত তত্ত্বের মৃত্যু ঘটে। পুরানো তত্ত্ব পরিমার্জিত হয় অথবা পুরানো তত্ত্বের বদলে নতুন তত্ত্ব নির্মিত হয়।
- বিজ্ঞানে জ্ঞান তাই ক্রম-প্রসারমান। বিজ্ঞান অজানাকে ক্রমাগত জানার চেষ্টা করে যায়।

বিজ্ঞানের এই ধারণা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি ধর্ম ও বিজ্ঞান দুটি ভিন্ন বিষয়। ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসভিত্তিক। অতিপ্রাকৃত উৎস হতে যে জ্ঞান সৃষ্টি হয় যা শাশ্বত এবং বলতে গেলে অপরিবর্তনীয় (বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে) তাই হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম জীবনযাত্রার নকশা তুলে ধরে। ধর্মের সাথে আবেগযুক্ত; ধর্মের সাথে যুক্ত নৈতিকতা এবং নান্দনিকতা। ধর্ম অনুসন্ধান করে পরম প্রশ্নের উত্তর যা বিজ্ঞানের জন্য অজ্ঞেয়। ধর্ম বিশ্বাস ও আবেগভিত্তিক, বিজ্ঞান যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক। দু'য়ের জ্ঞানের ভিত্তি ও ধরন আলাদা।

যাদু

যাদু বলতে বোঝায়–

"ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে অথবা প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর কর্তৃত্ব করার জন্য মায়া ও আকর্ষণ সৃষ্টি এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিদ্যা।"

"The art of performing charms, skills, and rituals, to seek to control events or govern certain natural or supernatural forces." (Oxford Concise Dictionary of Sociology, 1996)

ধর্ম ও যাদু উভয়ই অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসের দুটি বাহ্যিক রূপ। ধর্মে মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি বিনত। অতিপ্রাকৃত শক্তির সাথে আত্মিক যোগাযোগ সৃষ্টি তার উদ্দেশ্য। যাদুর

মধ্যে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বশ অথবা নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করে। যাদু সব সময় ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সব ধর্মেই যাদুর উপস্থিতি বাস্তবে লক্ষ্য করা যায়। যাদুর উপর প্রথম গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন ই.বি. টাইলর। যাদুকে তিনি দেখেছিলেন বর্বর মানুষের 'কুসংস্কার' হিসাবে। জে.জি. ফ্রেজার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Golden Bough' (1890) এর দুটি খন্ডে বিভিন্ন সমাজের যাদুর নজীর বিধৃত এবং বিশ্লেষণ করেছেন। ফ্রেজার মনে করতেন মানবচিন্তার বিবর্তনের তিনটি ধাপের প্রথমটি হচ্ছে যাদু, দ্বিতীয়টি ধর্ম এবং তৃতীয়টি বিজ্ঞান। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হতে থাকলে, প্রত্যেক সমাজের যাদুকে ঐ সমাজের ভাষার মত একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে চিন্তা করা হয়।

যাদুর তিনটি রূপ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে মঙ্গলজনক যাদু। এর উদাহরণ হচ্ছে পলিনেশিয়ার দ্বীপবাসীরা যখন মাছ ধরার জন্য বিপদজনক সমুদ্রযাত্রায় বের হয় তখন তারা 'নৌকা যাদু' Canoe magic ব্যবহার করে যাতে তারা নিরাপদে ফিরে আসতে পারে। দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে মায়া বা স্যরসৃরি Sorcery যা অশুভ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যের ক্ষতি করা। ডাকিনি বিদ্যা Witchcraft বলতে বোঝায় অপ- আত্মার সাথে মিলিত হয়ে অতিপ্রাকৃত শক্তি অর্জন করে অন্যের ক্ষতি সাধন।

দক্ষিণ সুদানের আজান্দে উপজাতির মধ্যে মঙ্গলজনক যাদুকে দেখা হয় নৈতিক বিষয় হিসাবে। এদের মধ্যে প্রচলিত ডাকিনি বিদ্যার অতিপ্রাকৃত শক্তি বাস করে সাধারণ মানুষের অন্ত্রে এবং রাতে বের হয়ে তারা মানুষের ক্ষতি করে। মায়াবিদ্যার অধিকারী হচ্ছে অভিজাত মানুষ এবং এটি ডাকিনীবিদ্যার চেয়ে মারাত্মক।

ধর্ম ও যাদু

ধর্ম ও যাদুর মধ্যে কিছু মিল এবং পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম এবং যাদু অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। নৃবিজ্ঞানী হোবেল এবং উইভার এর ভাষায়– "অতিপ্রাকৃতের সাথে সম্পর্কিত হবার মৌলিক কৌশল দুটি-প্রার্থনা এবং যাদু।"

"Prayer and magic are the two basic techniques of dealing with the super-natural" (E.Adamson Hoebel and Thomas Weaver).

সমাজবিজ্ঞানী ভেবারের মতে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম-ভিন্ন প্রতিটি ধর্মে যাদু ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

- ধর্ম ও যাদুর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ হচ্ছে ধর্মে মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করে তার সাথে আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। যাদুতে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে ব্যক্তির অনুকূলে এনে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।
- ধর্ম সামাজিক এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, অন্যদিকে যাদুবিদ্যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক।
- প্রত্যেক ধর্মে জীবন, জগৎ এবং পরকাল নিয়ে কিছু গভীর চিন্তা স্থান পায়। যাদুবিদ্যা বিশেষ এবং সীমিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি কৌশল যার মধ্যে কিছু উচ্চারণ, কোন আচার এবং কিছু নির্দিষ্ট কর্মকান্ড যুক্ত থাকে।